

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM



ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

বৌদ্ধধর্মে রাসূল (সা.)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

ইঞ্জি. খন্দকার মারছূছ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

সাদিকা তারান্নুম

রোলঃ 21500889

৮ ডিসেম্বর, ২০২৩ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM



ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

বৌদ্ধধর্মে রাসূল (সা.)

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক
স্টাডিজের একটি আনুসঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

ইঞ্জি. খন্দকার মারছূছ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

সাদিকা তারানুম

রোলঃ 21500889

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, “বৌদ্ধধর্মে রাসূল (সা.)” বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে সাদিকা তারান্নুম, আইডিঃ 21500889 বিচক্ষণতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধানেঃ

ইঞ্জি. খন্দকার মারছুছ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

এক্সটারনালঃ

নামঃ

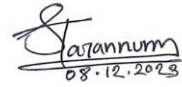
ডিপার্টমেন্টঃ

প্রতিষ্ঠানঃ

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, “ বৌদ্ধধর্মে রাসূল (সা.) ” শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের ইঞ্জি. খন্দকার মারছুছ উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।



Sadika Tarannum
০৪.১২.২০২৩

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

৮ ডিসেম্বর, ২০২৩ ইং

সাদিকা তারান্নুম

আইডিঃ 21500889

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা সংখ্যা
১.সূচনা	৫
২.বৌদ্ধধর্মের ও গৌতম বৌদ্ধের পরিচিতি	৬
২.১ বৌদ্ধধর্মের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস	৬
২.২সিদ্ধার্থ গৌতম বা গৌতম বৌদ্ধের পরিচয়	৬
৩.নবি ও রাসুলের পরিচিতি	৭
৪.বৌদ্ধ ও রাসুলের মধ্যে সাদৃশ্য	৮
৫.বৌদ্ধ ও মৈত্রেয় সম্পর্কে	১০
৬.মৈত্রেয়ের বাণী বা কথা	১৩
৭.উপসংহার	১৪
৮.কথপোকথন	১৪
৯.তথ্যসূত্র	১৭

সূচনা

বিশ্বব্যাপী আনুমানিক ১০,০০০ স্বতন্ত্র ধর্ম রয়েছে। বিশ্বের জনসংখ্যার প্রায় ৮৪% খ্রীষ্টধর্ম, ইসলাম, সনাতন ধর্ম, বৌদ্ধধর্ম বা লোকধর্মের, কোনো না কোনো ধরনের সাথে যুক্ত। এই সকল ধর্মের মধ্যে বৌদ্ধ ধর্ম চতুর্থতম। অনুসারী সংখ্যা ৫২০ মিলিয়নেরও বেশি বা বৈশ্বিক জনসংখ্যার ৭ শতাংশের অধিক এবং তারা বৌদ্ধ হিসেবে পরিচিত। বৌদ্ধধর্ম বৈচিত্র্যময় ঐতিহ্য, বিশ্বাস ও আধ্যাত্মিক চর্চাকে ধারণ করে যেগুলো মূলত সিদ্ধার্থ গৌতমের মৌলিক শিক্ষা ও এর ব্যাখ্যাকৃত দর্শনের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। বৌদ্ধ ধর্ম খৃষ্টপূর্ব ষষ্ঠ ও চতুর্থ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে প্রাচীন ভারতে উৎপত্তি লাভ করে এবং এশিয়া বেশিরভাগ অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে।

সব ধর্মেই মুহাম্মাদ (সা.) কে অনুসরণ করার বা আগমনের বার্তা রয়েছে। কিন্তু সকলেই তা উপেক্ষা করে যায়। যেমন হিন্দু ধর্মে উল্লেখ আছে তেমনই খ্রিস্টান ধর্মে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে পরবর্তী নবি অনুসরণ করতে। কিন্তু আমরা মানব জাতি নিজেদের সার্থে শয়তান ও নাফসের ধোঁকায় তা উপেক্ষা করি। আর সত্যের বাণী কখনো একজন দ্বারা প্রচারিত হয় না, বরং যুগে যুগে অনেক মানুষ সত্যের সন্ধান করেছেন। আর মানবসত্তা সর্বদা সত্য সন্ধান করে। অনেকে সেই সত্যকে খুঁজে পেয়েছেন অনেকে পাননি, তবে চেষ্টা করে গিয়েছেন। আর একজন বৌদ্ধ, নবির কাজ হলো মানুষকে মুক্তি ও সত্যের পথে পরিচালিত করা।

২.বৌদ্ধ ধর্মের ও গৌতম বৌদ্ধের পরিচিতি

২.১ বৌদ্ধ ধর্মের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস :

বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস খৃষ্টপূর্ব ৫ম শতাব্দী হতে বর্তমান সময় পর্যন্ত বিস্তৃত; যা পূর্বে প্রাচীন ভারতের পূর্বাঞ্চল থেকে গড়ে উঠে মগধ রাজ্যের (যা বর্তমানে ভারতের বিহার প্রদেশ) চারদিকে প্রচারিত হয়েছিলো। বৌদ্ধ ধর্ম অস্তিত্ব মূলত সিদ্ধার্থ গৌতম তথা গৌতম বৌদ্ধের শিক্ষার উপর ভিত্তি করে। বৌদ্ধ ধর্ম আজ পালনকৃত প্রাচীন ধর্মগুলোর মধ্যে একটি। বৌদ্ধ ধর্মের সূত্রপাত ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চল থেকে শুরু হয়ে মধ্য এশিয়া এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া অর্থাৎ ছড়িয়ে পড়ে। এক সময় এই ধর্ম পুরো এশিয়া মহাদেশের বেশির ভাগ অংশ জুড়ে প্রভাব বিস্তার করেছিল।

২.২ সিদ্ধার্থ গৌতম বা গৌতম বৌদ্ধের পরিচয় :

সিদ্ধার্থ গৌতম বৌদ্ধ ধর্মের ঐতিহাসিক প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। তিনি শাক্য রাজবংশের এক ক্ষত্রিয়-ব্রাহ্মণ পরিবারে রাজপুত্র হয়ে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর জন্ম ও মৃত্যুর সময়কাল নিয়ে এখনও অনেক ইতিহাসবেত্তাদের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে।[১] কিন্তু অধিকাংশ ইতিহাসবেত্তাগণ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, ৪০০ খৃষ্টপূর্বের কিছু দশক আগে বুদ্ধ মারা গিয়েছিলেন।[২] তাঁর শাক্য-ক্ষত্রিয় বংশের পরিবারগণ ব্রাহ্মণ গোত্রের ছিল, যা তাঁর পরিবার কর্তৃক প্রদানকৃত নাম "গৌতম" দ্বারা নির্দেশিত। গৌতম বুদ্ধের পিতা ছিলেন রাজা শুদ্ধোদন আর মাতা ছিলেন মায়াদেবী। মায়াদেবী কপিলাবস্তু থেকে পিতার রাজ্যে যাবারপথে অধুনা নেপালের অন্তর্গত লুম্বিনি গ্রামে বুদ্ধের জন্ম দেন। তাঁর জন্মের সপ্তম দিনে মায়াদেবীর জীবনাবসান হয়। পরে তিনি বিমাতা গৌতমী কর্তৃক লালিত হন। জন্মের পঞ্চম দিনে রাজা ৮ জন জ্ঞানী ব্যক্তিকে সদ্যোজাত শিশুর নামকরণ ও ভবিষ্যৎ বলার জন্য ডাকেন। তাঁর নাম দেয়া হয় সিদ্ধার্থ – যে সিদ্ধিলাভ করেছে বা যার উদ্দেশ্য সফল হয়েছে। তাঁদের মধ্যে একজন বলেন, রাজকুমার একদিন সত্যের সন্ধানে বেরিয়ে যাবেন এবং বোধিপ্রাপ্ত হবেন। বুদ্ধের বিবাহ সম্বন্ধে দু-ধরনের

মত আছে। প্রথম মত অনুসারে ১৬ বছর বয়সে তিনি একটি প্রতিযোগিতায় তাঁর স্ত্রীকে লাভ করেন। আর একটি মত অনুসারে ২৮ বছর বয়সে তাঁকে সংসারের প্রতি মনোযোগী করার জন্য তাঁর পিতা-মাতা তাঁকে রাজকন্যা যশোধরার সাথে বিবাহ দেন। মানুষের কষ্ট, দুঃস্ব দূর করার জন্য সিদ্ধার্থ এক রাতে ঘুমন্ত স্ত্রী, পুত্র, পরিবারকে নিঃশব্দ বিদায় জানিয়ে প্রাসাদ ত্যাগ করেন। সিদ্ধার্থের এই যাত্রাকেই বলা হয় মহানিক্রমণ। সিদ্ধার্থ গৌতম সিদ্ধিলাভ করেছিলেন মূলত একটি অশ্বথ বৃক্ষের নিচে যেটি বর্তমানে ভারতের বুদ্ধ গয়ায় বোধি বৃক্ষ হিসেবে পরিচিত। সিদ্ধিলাভের পর থেকে গৌতম বুদ্ধ "সম্যকসমবুদ্ধ" বা "আলোকিত ব্যক্তিত্ব" হিসেবে পরিচয় লাভ করেছিল।

৩. ৩.১নবি বা রাসুলের পরিচয়

ইসলামী বিশ্বাস অনুসারে, নবীরা হলেন বিশুদ্ধ এবং ধার্মিক ব্যক্তিত্ব যাদেরকে সর্বশক্তিমান আল্লাহ মানবজাতির জন্য প্রেরণ করেন। এবং, আল্লাহ তাদের জন্য যে দায়িত্বগুলি সংজ্ঞায়িত করেছেন তা সম্পাদন করে থাকেন। তারা ওহীর জ্ঞানপ্রাপ্ত। সত্যের আনুসারি। মানবজাতির পথ- প্রদর্শক। মানব জাতির শিক্ষক।

وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ ۚ فَمَنْ أَمَنَّ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

অর্থ : আর আমি রাসূলদেরকে কেবল সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী হিসেবে প্রেরণ করি। অতএব যারা ঈমান এনেছে ও শুধরে নিয়েছে, তাদের উপর কোন ভয় নেই এবং তারা চিন্তিত হবে না। [সূরা আনআম ৬:৪৮]

রাসুল সা. বলেছেন,

إِنَّمَا بُعِثْتُ مُعَلِّمًا

- আমাকে শিক্ষক হিসেবেই প্রেরণ করা হয়েছে। (ইবনে মাজাহ)

৩.২নবি বা পথপ্রদর্শক ইসলামের আলোকে :

আল্লাহ তায়ালা কুরআনে বলেছেন,

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ ۖ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

- আর প্রত্যেক উম্মতের জন্য রয়েছে রাসূল। তারপর যখন তাদের রাসূল আসে, তাদের মধ্যে তখন ন্যায়ভিত্তিক ফয়সালা করা হয় এবং তাদের যুলম করা হয় না। [সূরা ইউসুফ ১০:৪৭]

অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা যুগে যুগে নবি রাসূল পাঠিয়েছেন। যারা মানুষকে সঠিক পথ দেখিয়েছেন। মানুষের মাঝে ন্যায় প্রতিষ্ঠা করেছেন, কারো প্রতি কোন জুলুম করেননি।

৪.বৌদ্ধ ও রাসূলের মধ্যে সাদৃশ্য

বৌদ্ধ হলো বৌদ্ধধর্মের প্রতিষ্ঠাতা। আর রাসূল হলে পথপ্রদর্শককরী, ইসলামের বাহক। উভয়ই সাধারণ মানুষ ছিলেন। বাহ্যিক দিক দিয়ে বৌদ্ধ ও নবী- রাসূলের মাঝে বৈশিষ্ট্যগত মিল রয়েছে। কিছু বৈশিষ্ট্য আলোচনা করা হলো :

৪.১. উভয়ই কেবল প্রচারক:

“আপনি নিজেই চেষ্টা করুন, বুদ্ধরা কেবল প্রচারক' [The Dhammapanda , volume X p 67]

আল্লাহ বলেনঃ '...প্রেরিতদের দায়িত্ব কেবল বাণী প্রচার করা' [সূরা নূর (২৪): ৫৪]

অতএব, একজন বৌদ্ধ হলেন তিনি যিনি মানুষকে সত্যের দিকে আমন্ত্রণ জানান এবং শিক্ষা দেন।

৪.২. উভয়ই মানুষ :

বৌদ্ধ একজন মানুষ 'শুধু একজন মানুষই বুদ্ধ হতে পারে, একজন ডায়েটি পারে না' [ওয়ারেন, পৃ 15]

কুরআনে আল্লাহ আরও বলেছেন যে মুহাম্মদ একজন মানুষ:

'বলুন, আমি তোমাদের মতই একজন মানুষ...' [সূরা আল কাহফ (18): 110]

অতএব, বৌদ্ধ একজন মানুষ।

৪.৩. বৌদ্ধ একজন পুরুষ :

একজন বৌদ্ধ একজন পুরুষ *** মানুষের মধ্যে শুধুমাত্র পুরুষ লিঙ্গই বুদ্ধ হতে পারে: 'তারা কখনই নারী লিঙ্গের নয় বা হার্মাফ্রোডাইটস হিসাবে আবির্ভূত হয় নপুংসক হিসাবে তারা কখনই শ্রেণীভুক্ত নয় যারা বুদ্ধশিপের জন্য নির্ধারিত।' [ওয়ারেন, পৃ 34]

আল্লাহ কুরআনে বলেছেন যে “রসূল/রাসূলগণ পুরুষ এবং আপনার পূর্বে আমরা যেসব রসূল প্রেরণ করেছি তারা কেবল পুরুষই ছিল ...' [সূরা আন নাহল (16): 43] তাই বুদ্ধ একজন পুরুষ। উল্লেখ্য, আল্লাহর সকল রসূল অর্থাৎ যাদের প্রতি ওহি নাজিল হয়েছে, তারাই ছিলেন পুরুষ।

৪.৪. উভয়ই ছিলেন প্রভাবশালী মানুষ:

‘ পাঁচটি মহান সম্পদ রয়েছে। যা বৌদ্ধ উপহার হিসেবে পেয়েছেন।

১. গুপ্তধনের উপহার

২. সন্তানের উপহার

৩. রাজকীয় শাসনের

৪. স্ত্রীর উপহার এবং

৫. জীবন এবং অঙ্গের উপহার' [ওয়ারেন, পৃ 79]

আর নবী মুহাম্মদ যখন খাদিজাকে বিয়ে করেন, তখন মক্কা শহরের সবচেয়ে ধনী ব্যক্তিদের একজন হয়ে ওঠেন; উনার ৭ জন সন্তান ছিল; বিবাহিত ছিলেন ; মুসলমানদের শাসন করেছে; এবং একজন মানুষ ছিলেন।

বাহ্যিক দিক দিয়ে উভয়ই সমান প্রভাবশালী ছিলেন।

৫.বৌদ্ধ ও মৈত্রেয় সম্পর্কে

গৌতম বৌদ্ধ হলেন বৌদ্ধ ধর্মের প্রবর্তক, তবে তিনি কোন প্রভু/ইশ্বর নন। তিনি সাধারণ মানুষ হিসেবে বিবেচিত। বুদ্ধা শব্দের শাব্দিকঅর্থ দ্বারা আলোকিত, শিক্ষিত বুঝায়। বুদ্ধ কোন নাম নয় বরং খেতাব বা উপাধি। এটি সংস্কৃত শব্দ যা বুঝায় “ যে ব্যক্তি জাগ্রত/ যিনি জাগ্রত”

বুদ্ধ ছিলেন একজন শিক্ষক। যিনি শিখিয়েছেন -

“আমরা সবাই ভুল ধারণা, অশুদ্ধতা, ঘৃণা, ভ্রম, অজ্ঞতা দ্বারা সৃষ্ট কুয়াশা আচ্ছাদিত/ বাস করি।”

তবে একজন বুদ্ধ এইসকল কুয়াশা থেকে মুক্ত।

বলা হয় যে যখন একজন বুদ্ধ মারা যান তখন তিনি পুনর্জন্ম পান না কিন্তু নির্বাণের শান্তিতে চলে যান, যা একটি "স্বর্গ" নয় বরং অস্তিত্বের একটি রূপান্তরিত অবস্থা।

বৌদ্ধ ভাগাভাগি, নৈতিক নৈতিকতা, ধৈর্য, ত্যাগ, প্রজ্ঞা, পরিশ্রম, সত্যবাদিতা, সংকল্প, প্রেমময়-দয়া এবং সমতা ইত্যাদি গুণ সম্পন্ন ছিলেন।

আনান্দা ও বৌদ্ধার মধ্যে কথপোকথন :

আনান্দা জিজ্ঞেস করল, ' আপনি চলে গেলে আমাদের কে শেখাবে?'

বৌদ্ধ উত্তর দিলেন, 'আমি পৃথিবীতে আগত প্রথম বৌদ্ধ নই, আমি শেষও নই। সময়ের সাথে সাথে পৃথিবীতে আর একজন বৌদ্ধ আবির্ভূত হবেন, একজন পবিত্র, একজন পরম জ্ঞানদীপ্ত, আচার-আচরণে জ্ঞানসম্পন্ন, শুভ, পুরুষদের অতুলনীয় নেতা, ফেরেশতা ও নশ্বরদের গুরু। তিনি আপনার কাছে সেই একই চিরন্তন সত্য প্রকাশ করবেন যা আমি আপনাকে শিখিয়েছি। তাঁর শিষ্যদের সংখ্যা হাজার হাজার হবে আর আমার সংখ্যা শত শত।

আনান্দা জিজ্ঞেস করল, 'উনাকে আমরা চিনব কী করে?'

বৌদ্ধ উত্তর দিলেন, 'তিনি মৈত্রেয়(MAITREYA) নামে পরিচিত হবেন'

[Gospel of Buddha, Carpus 217]

রাসূল (সা.) এর মৃত্যুর সময় সাহাবীদের সংখ্যা ছিলো ১১০,০০০ এর বেশি। (১ লাখ ১০ হাজারের বেশি)

বৌদ্ধ বলেছেন “ আমাদের চক্র সুখি চক্রের একটি। তিন নেতা ইতিমধ্যেই বেঁচে আছেন... বুদ্ধ সর্বোচ্চ (Buddha Supreme) , আমি, কিন্তু আমার পরে, মৈত্রিয় (MAITREYA) আসবে। যদিও এখনও এই সুখী চক্রটি স্থায়ী, এই যুগের গল্প শেষ হওয়ার আগে পর্যন্ত। এই বুদ্ধ, যাকে মৈত্রিয় বলা হয়, তিনি হবেন সকল পুরুষের সর্বোচ্চ প্রধান।

[Buddhism in translation, Warren, p 481]

বৌদ্ধ ধর্মের মতে জীবন চক্রাকার। নির্ভাণা লাভের আগ পর্যন্ত এই চক্র চলতে থাকে। (পুনরায় জন্মের)

মৈত্রেয় সংস্কৃত শব্দ। বিভিন্ন ভাষায় এই শব্দের বিভিন্ন অর্থ রয়েছে।

এই শব্দের বিভিন্ন ভাষায় বিভিন্ন নাম রয়েছে।

- পালি ভাষায় তার নাম মেটেয়া।
- সংস্কৃতে- মৈত্রেয়া।

- বার্মিজ ভাষায় - আরেমিডিয়া।
- চীনা ভাষায়-MEITALYE
- তিব্বতি ভাষায়- BYAMSPA।
- জাপানি ভাষায় - মিরোকু।

METTEYA এর ইংরেজি এই শব্দের বিভিন্ন প্রতিশব্দ বা সমতুল্য রয়েছে। যথা :

ক. 'প্রেমের শিক্ষক' - ম্যাক্স মুলার খ. 'যার নাম দয়া' - ক্যারাস

গ. 'দয়ার বুদ্ধ' - রাইস ডেভিডস

ঘ. 'বন্ধুত্ব' - ফসবল

ঙ. 'প্রেমময় এবং সহানুভূতিশীল' - উইলিয়ামস

চ. 'Merficiul' - Beal

ছ. 'সহানুভূতিশীল' - গেটি

জ. 'দয়া, সহানুভূতি, অন্যের প্রতি সক্রিয় আগ্রহ' - স্টিড

আর আরবি ভাষায় রহমত হল মৈত্রিয়া শব্দের সমতুল্য। লেনের আরবি-ইংরেজি অভিধানটি রহমতের নিম্নোক্ত সংজ্ঞা দেয়: 'মমতা, করুণা, করুণা, হৃদয়ের কোমলতা, অনুগ্রহের অনুশীলন এবং কল্যাণ প্রয়োজন; মাফ করা এবং ক্ষমা '

আর কুরআনে নবী মুহাম্মদকে মানবজাতির জন্য রহমত হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে; এবং তাই মৈত্রিয়া শব্দের সংজ্ঞার সাথে খাপ খায়।

কুরআনের বাণী -

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ -

অর্থ : আর আমি তো তোমাকে বিশ্ববাসীর জন্য রহমত হিসেবেই প্রেরণ করেছি।

[সূরা আশ্বিয়া ২১:১০৭]

৬.মৈত্রেয়র বাণী বা কথা

, '... মৈত্রেয়ার সূক্ষ্ম কণ্ঠস্বর নরম এবং বিশুদ্ধ এবং পরিমার্জিত; যারা শোনে তারা কখনো ক্লান্ত হতে পারে না, যারা শোনে তারা কখনো তৃপ্ত হয় না। [সি-ইউ-কি, ভলিউম I পৃ 229]

হাদিসে, বারা (রা) বর্ণনা করেন: 'আমি রাত্রিকালীন সালাতে আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে ডুমুর ও জলপাই পাঠ করতে শুনেছি (সূরা তীন) এবং তার চেয়ে মধুর স্বরে আর কাউকে দেখিনি। [বুখারী ১ম খন্ডের সহীহ পৃঃ ১০৭]

জেমাদ (রাঃ) বললেনঃ নবী সাঃ বাগ্মীতার/বাক্পটুতার সাগরের তলদেশে পৌঁছে গেছেন। [মুসলিম সহীহ, খণ্ড 7 পৃ. 874]

এবং আল্লাহ নবী মুহাম্মদকে নির্দেশ দিয়েছিলেন:

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي بِئِيَ أَحْسَنُ

অর্থ : তুমি তোমরা রবের পথে হিকমত ও সুন্দর উপদেশের মাধ্যমে আহবান কর এবং সুন্দরতম পন্থায় তাদের সাথে সামনে যুক্তি পেশ কর।' [সূরা নাহল (16): 125]

এবং আল্লাহ নির্দেশ দেন:

...وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا

অর্থ : “আর স্পষ্টভাবে ধীরে ধীরে কুরআন আবৃত্তি কর।” [সূরা আল মুজাম্মিল (৭৩): 8]

তাই উপরক্ত আলোচনা থেকে বুঝা যায় বৌদ্ধর বর্ণিত মৈত্রেয় ও মহাম্মাদ (সা.) এর কথা ধরণ, মুগদ্ধাতা একই ধরনের ছিলো।

৭. উপসংহার

বৈশিষ্ট্য, বাহ্যিক, আচরণগত দিক দিয়ে বৌদ্ধ ও বৌদ্ধার বর্ণিত মৈত্রেয়র সাথে মুহাম্মাদ (সা.) এর মিল রয়েছে। মানুষ সত্যকে খোঁজে, সত্যের সন্ধান করে, সত্য স্রষ্টাকে খুঁজে পেতে চায় এবং সেই সাথে এই দুনিয়াত্ব মুক্তি ও মৃত্যুর পরে শান্তি চায়। বৌদ্ধ মানবকল্যাণে, মানুষেরা মুক্তির জন কাজ করেছেন আর রাসূল (সা.) মানুষকে প্রকৃত সত্যের পথে পরিচালিত করেছেন। আর রাসূল (সা.) এর অনুসারী হিসেবে আমাদের দায়িত্ব সেই সত্যকে আকড়ে ধরা এবং সেই সাথে সেই সত্যকে মানুষের মাঝে প্রচার করা। উম্মতে মুহাম্মাদি হিসেবে দায়িত্ব পালন করা।

৮. কথপোকথন

ফুজি এবং আমিনা একই ডিপার্টমেন্টের স্টুডেন্ট। আমিনা জেনারেল পড়াশোনার পাশাপাশি অনলাইনে দাওয়াহ নিয়ে পড়াশোনা করছে। ক্লাসের ব্রেকে আমিনা ও ফুজির কথপোকথন।

ফুজি: হাই, আমিনা। তুমি কি করছো?

আমিনা : হাই, আস সালামু আলাইকুম ইয়া মানিত্যবায়াল হুদা। একটু বই পড়ছিলাম। তুমি কেমন আছো?

ফুজি : ওয়া আলাইকুমুস সালাম। ভালো আছি। তুমি কেমন আছা?

আমিনা: আলহামদুলিল্লাহ, আমি ভালো আছি।

ফুজি : কি বই পড়ছ?

আমিনা : " Be smart with Muhammad (swt) by D.Hisham Al awadi ."

তুমি কি মুহাম্মদ (সা.) সম্পর্কে কিছু জানো?

ফুজি: হ্যাঁ। আমি উনার সম্পর্কে অনেক শুনেছি তবে কখনো পড়িনি।

আমিনা : তুমি কি জানো প্রায় সব ধর্মেই উনার আগমন সম্পর্কে বলা আছে ?

ফুজি : সত্যি! বৌদ্ধধর্মেও কি উনার সম্পর্কে বলা আছে ?

আমিনা : হ্যাঁ। বৌদ্ধ ধর্মে, হিন্দু ধর্মসহ আরো অনেক ধর্মে উনার সম্পর্কে বলা হয়েছে।
তুমি কি গৌতম বৌদ্ধ ও আনান্দর মৈত্রেয় সম্পর্কিত কথোপকথন জানো?

ফুজি : না, আমি তেমন জানি না তবে শুনেছিলাম আনান্দ গৌতম বৌদ্ধের সাথে
সবসময় থাকতেন এবং উনার সেবা করতেন।

আমিনা : হ্যাঁ। উনাদের কথোপকথনে গৌতম বৌদ্ধে বলেছিলেন, “আমি পৃথিবীতে
আগত প্রথম বৌদ্ধ নই, আমি শেষও নই। সময়ের সাথে সাথে পৃথিবীতে আর একজন
বৌদ্ধ আবির্ভূত হবেন, একজন পবিত্র, একজন পরম জ্ঞানদীপ্ত, আচার-আচরণে
জ্ঞানসম্পন্ন, শুভ, পুরুষদের অতুলনীয় নেতা, ফেরেশতা ও নশ্বরদের গুরু। তিনি
আপনার কাছে সেই একই চিরন্তন সত্য প্রকাশ করবেন যা আমি আপনাকে শিখিয়েছি।
তাঁর শিষ্যদের সংখ্যা হাজার হাজার হবে আর আমার সংখ্যা শত শত। তিনি
মৈত্রেয়(MAITREYA) নামে পরিচিত হবেন” আর [Gospel of Buddha, Carpus
217] তে এই বিষয়ে বলা হয়েছে।

ফুজি : মৈত্রেয় ! এইটা কি সংস্কৃতি শব্দ ? আর মানেই বা কি ?

আমিনা : ইংরেজিতে মৈত্রেয় অর্থ দয়ালু। আর কুরআনেও আল্লাহ মুহাম্মাদ (সা.) কে
বিশ্ববাসীর জন্য রহমত হিসেবে উল্লেখ করেছেন। আল্লাহ বলেন, “আর আমি তো
তোমাকে বিশ্ববাসীর জন্য রহমত হিসেবেই প্রেরণ করেছি।” [সূরা আশ্বিয়া ২১:১০৭]

ফুজি : এক শব্দ দিয়েই কি বুঝা যায় যে কোন মানুষের বা কার কথা বলা হচ্ছে?

আমিনা : তা অবশ্য যায় না। কারণ আমার নামের আরো ১০ জন মানুষ পৃথিবীতে
থাকতে পারব। তবে আমার ব্যক্তিত্বের বা আমার আচরণ, বৈশিষ্ট্যের সাথে কারো মিল
পাওয়া যাবে না বলে আমি বিশ্বাস করি।

ফুজি : তা হলে মৈত্রেয় ও মুহাম্মদ (সা.) এর আচরণে কিংবা ব্যক্তিত্বে মিল আছে কি যে?

আমিনা : হ্যাঁ। আছে বলেই তো বললাম। দেখ, বৌদ্ধ ও বুদ্ধার কথা বলেছিলেন। তার সর্বশেষজন হলেন মৈত্রেয়। আর বুদ্ধা ও মুহাম্মদ সা. উভয়ই মানব কল্যাণে, মানুষের মুক্তির জন্য কাজ করেছেন।

ফুজি : তাহলে কি উনিও বুদ্ধ?

আমিনা : বুদ্ধা হওয়ার সকল বৈশিষ্ট্যই মুহাম্মাদ (সা.) এর মাঝে রয়েছে। বৌদ্ধর কথা অনুযায়ী বুদ্ধ কেবল মানুষ এবং পুরুষ মানুষ হয়ে থাকেন। আর বুদ্ধ কেবল একজন প্রচারক। এছাড়া বৌদ্ধার বর্ণিত মৈত্রেয়ের বর্ণনার সাথে মুহাম্মাদ (সা.) এর বৈশিষ্ট্য সম্পূর্ণ মিলে যায়।

ফুজি : আচ্ছা, বুঝলাম। আমাদের এইগুলো নিয়ে আরো জানা দরকার।

তথ্যসূত্র

1. Islamawarness
<https://www.islamawareness.net/Buddhism/buddhist.html>
2. বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস - <https://bn.wikipedia.org>
3. বৌদ্ধধর্ম - <https://bn.wikipedia.org>
4. Sidharth Gautam - <https://www.lionsroar.com/who-was-the-buddha/>
5. গৌতম বৌদ্ধ ও বৌদ্ধধর্মের <https://eisamay.com/astrology/dharma>
6. <https://islam4u.pro/blog/who-is-a-prophet/>

সমাপ্ত

এই থিসিস পেপারটি একটি ইন্টারন্যাশনাল জার্নালে পাবলিশ করা হয়েছে।

ইন্টারন্যাশনাল জার্নাল লিংকঃ<https://www.academia.edu/111555381/>